৫। দয়াল মহানন্দ কয়, শোনরে দুরাশয়,
অশ্বিনী তোর মানব জনম বিফলেতে যায়।
এমন দুর্ল্লভ জনম পেয়েছিলি, গেলি ভূতের বেগার খেটে।।

৩১ নং তাল-গড়খেমটা

কামিনী কাল নাগিনী, ফণীনীর বিশাল বিষ।
ও যার নিঃশ্বাসে ব্রহ্মাণ্ড নাশে, না জেনে কেন হস্তদিস।।

১। সে ফণীর ভঙ্গী বোঝা দায়, মুনির মন ভুলায়,
কত ওঝা বৈদ্য সাপুড়ে খেল, দেখতে লাগে ভয়।
ও সে ইশারাতে মানুষ মজায়, নয়ন দেখে চিনে নিস্।।

২। সে ফণীর যুগল মণি রয়, বক্ষে শোভা পায়,
দেখলে পরে একেবারে মানুষ ভেক লোভায়
ওসে আকর্ষণে আহার যোগায, তাই দেখে কেউ দিসনে হিস্।।

৩। সে ফণীর বিলাস বনে বাস, মনে অভিলাষ,
কাম্য বনে আসা যাওয়া করে বার মাস।
কেন গুরুচাঁদের বাক্য ফেলে, সেই বনে ভ্রমণ করিস্।।

৪। সে ফণীর মন্ত্র শুন ভাই *শ্রীগুরুর দোহাই,
হরির নামটি মহামন্ত্র, তা বিনে আর নাই।
*গুরুর বাক্য ক'রে ঐক্য মা বলা ধূলা পড়া দিস্।।

৫। মহানন্দের ভারতী, তুই শোনরে দুর্ম্মতি,
গুরুকল্প ইসার মূলে থাক দিবারাতি।
অশ্বিনী তোর হয় না মতি, ঘরে বসে কি করিস্।।

৩২ নং তাল-গড়খেমটা

হরিধন প্রাপ্ত হ'লে তা হলে কি হয় লাভ।
স্বভাব দোষে সকল নাশে, যদি না ঘোচে স্বভাব।।

---

* শ্রীগুরু-পূর্ণব্রহ্ম হরিচঁদের পুত্র গুরুচাঁদ।